যারে তারে ভকতি করেন মহাশয়।
আমাদের ততবড় বিশ্বাস না হয়।।
রাধামণি বৃদ্ধামাগী তার ঘরে এসে।
চৌদ্দটাকা সাধে আর মৃদু মৃদু হাসে।।
বলে তোর এখনে তো নাহিক যৌবন।
তোর দশা মোর দশা সমান এখন।।
তুই বৃদ্ধা কি কারণ থাকিস্ বাজারে।
আমি রোগী ভিক্ষা মাগি নগরে নগরে।।
অর্থহেতু অনর্থের কিবা প্রয়োজন।
তোর ভাল হবে তুই মোর কথা শোন্।।'
তারক শুনিয়া তাই নৃত্যকে বলিছে।
'এ কথার মধ্যে কিবা দোষ-কথা আছে।।
টাকা যদি সাধিবেন কাম ব্যবহারে।
কেন টাকা সাধিলনা যুবতী নারীরে।।
রূপবতী বেশ্যা কত আছে তো বাজারে।
কেন বা না গেল সাধু তার এক ঘরে।।
রূপ নাই গুণ নাই প্রৌঢ়াশেষ বৃদ্ধা।
একটু বুঝিয়া দেখ কোন ভাবে শ্রদ্ধা।।'
তাহা শুনি নৃত্যমণি গলে বাস দিয়া।
বলে' অপরাধ ক্ষম সাধুকে আনিয়া।।'
তারক আসিয়া বাটী লোচন সম্মুখে।
জিজ্ঞাসিবে মনোভাব, কথা নাহি মুখে।।
অমনি লোচন হাসি কহিছে তারকে।
'কিছুকি জিজ্ঞাসা নাকি করিবে আমাকে।।'
কি কহিছে নৃত্যমণি অবলা সে নারী।
টাকা সাধিয়াছি রাধামণি দুঃখহেরি।।
বৃদ্ধা হ'লে বেশ্যা হয় হরিপরায়ণা।
এ সময় বেশ্যাবৃত্তি তার তো সাজে না।।
অর্থজন্য বেশ্যা হয় হ'য়ে দায় ঠেকা।
দুষ্ট কার্য্য হবে ত্যজ্য তা'তে দেই টাকা।।
বলিয়াছি দুষ্টকার্য্য তোয়াগিয়া থাক।
ভিক্ষা মাগি' খাওয়াইব হরি বলে ডাক।।
উদর চিন্তায় কেন কুকাজের লোভী।
হরি বলে মেগে খাও হওগো বৈষ্ণবী।।
আমি দিব চৌদ্দ টাকা তুমি কিছু দেও।
পরমার্থ তত্ত্ব নিয়া ভিক্ষা মেগে খাও।।
তুমি তো মোহান্ত ভাল থাক এই দেশে।
ওরা কেন ভাল হয় না, তোমার বাতাসে।।
যাহা ভাল বুঝি তাহা করিয়াছি আমি।
ভালমন্দ বিচার করিয়া লহ তুমি।।
তুমি বহু শাস্ত্র জান পড়িয়াছ কত।
মুখস্থ করেছ চৈতন্য চরিতামৃত।।
তাহাতে যাহা লিখিল তা'ত প'ড়ে থাক।
মঙ্গলাচরণ পদে বিচারিয়া দেখ।।
কৃষ্ণ ভক্তি বাধা যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেও তো জীবের এক অজ্ঞানতঃ ধর্ম।।
লজ্জাঘৃণা অষ্টপাশ সকল উঘাড়ি।
শুভাশুভ, যত কর্ম দিতে হবে ছাড়ি।।
কৃষ্ণভক্ত হবে তো বিচার সব ফেল।
পরউপকারী হ'য়ে হরি হরি বল।।'
লোচনের লীলাখেলা অলৌকিক কাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

চিরমুক্ত গোস্বামী হীরামনের অলৌকিক লীলাখেলা

পাতলা নিবাসী নাম বাল্মক বিশ্বাস।
সদা-হরি-পদে-মতি সুদৃঢ় বিশ্বাস।।
বাহিরে ঐশ্বর্য্য ভাব অন্তরে বৈরাগ্য।
ওড়াকান্দী আসে যায় ভজনে সুবিজ্ঞ।।
প্রভু হরিচাঁদের ভকত মহাজন।
হরিচাঁদ বলি ডাকছানে সর্ব্বক্ষণ।।
শ্রীধাম ওড়াকান্দীর দায় তারা করে।
মতুয়ার সম্প্রদায় খ্যাত চরাচরে।।